০৮-১১-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা --এখন তোমরা সঙ্গমযুগে আছ, তোমাদের এই পুরানো কলিযুগী দুনিয়ার কোনো খেয়াল আসা উচিত নয় ।"

প্রশ্ন :-- বাবা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম করার এবং কর্মকে সুকর্মে পরিবর্তনের কি বিধি বলেছেন ?

উত্তর :-- নিজের কর্মকে পরিবর্তনের জন্য সত্যিকারের এই বাবার সাথে সর্বদা সততা বজায় রাখো, যদি ভুল করেও কোনো উল্টো কর্ম করে ফেলো তাহলে তৎক্ষণাৎ তা বাবাকে লিখে জানিয়ে দাও । সততার সাথে বাবাকে সব কথা শোনালে তোমাদের কর্মের ভোগ কম হয়ে যাবে । না হলে এই কর্মের ভোগ বৃদ্ধি হতে থাকবে । বাবার কাছে খবর এলে বাবা শুধরানোর জন্য শ্রীমত দেবেন ।

ওম্ শান্তি । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন , বাচ্চারা তোমরা এখানে সকাল থেকে বসে কি করছো ? তোমরা তো অবশ্যই ছাত্র । তাহলে অবশ্যই এখানে বসে এই খেয়াল রাখবে যে, আমাদের শিববাবা পড়াতে এসেছেন । এই পড়ার মাধ্যমেই তোমরা সূর্যবংশী হতে পারবে কারণ তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো । বিষ্ণুপুরীর মালিক হবার জন্য তোমরা কি এই খেয়ালেই আছো নাকি সমস্ত দায় - দায়িত্ব , সন্তান - সন্ততি বা কাজ - কারবার ইত্যাদির কথাই মনে আসে ? বুদ্ধিতে যেন সর্বদা তোমাদের এই কথা থাকে যে এ হলো গীতা পাঠশালা , আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন আর আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ অথবা তাঁদের কুটুম্ব হতে পারবো । এ হলো রাজযোগ । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকা চাই যে আমরা বাবার থেকে সরাসরি এই জ্ঞান শুনে সূর্যবংশী ঘরানার হতে পারবো । লক্ষ্মী - নারায়ণের ছবি আমাদের সামনে আছে, আমাদের নিজস্ব রাজ্যও হবে। যেমনভাবে কংগ্রেসের লোকেরাও বুঝতে পারতো । ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কেউ কেউ জানে না যে স্বর্গ কাকে বলা হয় । তোমরা বাচ্চারাই জানো , তোমরাই বোঝো যে, আমরাই বাবার থেকে স্বর্গের জন্য স্বরাজ্যবিদ্যা শিক্ষা করছি । আমরাই স্বর্গের মালিক হতে চলেছি । এই কথা অন্তরে সবসময় চর্চা করতে হবে । যেমন স্কুলের ছাত্রদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে যে আমরা ব্যারিস্টার , ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য এই পড়া পড়ছি । এই কথা কি তোমাদের মনে থাকে নাকি ভুলে যাও । তোমরা হলে উঁচুর থেকে উঁচু শিক্ষক ভগবানের ছাত্র । বাবা তোমাদের উঁচুর থেকে উঁচু দেবতা বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন । তোমরা হলে তাঁর সন্তান । আত্মারা এই শরীরের দ্বারা তাদের ভবিষ্যতের পদকে স্মরণ করে নাকি শরীরের সম্বন্ধ , লৌকিক সম্পত্তি ,কাজ-কারবার এগুলোকেই স্মরণ করে । তোমরা যখন এখানে আসো, তখন তোমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের বেহদের বাবা পড়াতে আসেন - বেহদের মালিক বানানোর জন্য । তারপর রাজা - রাণী হও বা প্রজা । মালিক তো হও তাই না । নতুন দুনিয়াতে সূর্যবংশী ঘরানা থাকে । এই কথা তো তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা আমাদের রাজত্ব করবো ।

বাবা জানেন যে বাচ্চারা যখন বাইরে থাকে , ঘরবাড়ি বা ক্ষেতের কাজকর্ম করে , তখন বাবার কথা খুব একটা স্মরণে থাকে না । তাই যখন এখানে আসো, তখন ওইসব চিন্তা ছেড়ে এসো । এখন তোমরা ওই কলিযুগী দুনিয়াতে নেই , এখন তোমরা সঙ্গম যুগে রয়েছো । কলিযুগকে তোমরা ছেড়ে দিয়েছো , বাইরের দুনিয়া হলো কলিযুগ । বিশেষত মধুবন, সেখানেই হলো সঙ্গম , তাই মধুবনের গায়ন আছে । এখানে তোমাদের এই মুরলীর মন্থন করতে হবে । যাই তোমরা শোনো, তাই রিপিট

করো আর বিচার সাগর মন্থন করো । যতোটা সময় পারো ছবির সামনে এসে বসে যাও । এই ছবি দেখতে থাকো আর পড়া অভ্যাস করো । ব্রাহ্মণীরা অনেককে নিয়ে আসে , তাদের অনেক দায়িত্ব থাকা উচিত । যেমন শিক্ষকদের এই দায়িত্ব থাকা উচিত যে, - আমাদের স্কুলে যদি কম ছাত্র পাশ করে তাহলে আমাদের সম্মান চলে যাবে । যখন কোনো স্কুলে অনেক ছাত্র পাশ করে , তখন শিক্ষকের সুনাম হয় । ব্রাহ্মণীদের ছাত্রদের উপর নজর দেওয়া উচিত । এখানে তোমরা যেমন এই সঙ্গম যুগে এসেছো ,যেখানে বাবা সরাসরি তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনান । এখানকার প্রভাব খুবই সুন্দর । এখানে এসে যদি তোমাদের ঘরবাড়ি বা কাজ – কারবারের কথা মনে আসে তাহলে বাবা বুঝবেন যে এরা সাধারণ প্রজাতে চলে যাবে । সবাই এলো রাজা হতে কিন্তু .....না হলে বাচ্চাদের ভিতরে অনেক খুশী থাকা দরকার । এই ছবিও তোমাদের অনেক সাহায্য করে । মানুষ অষ্ট দেবতা আর গুরুর ছবি ঘরে রাখে , স্মরণ করার জন্য । কিন্তু তাঁদের স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যাবে না । ভক্তি মার্গে তোমরা যা কিছু করে এসেছো , তার জন্য নীচে নামতেই থেকেছো ।তোমাদের বাচ্চাদের উচ্চ পদে যাবার পুরুষার্থ করতে হবে । ঘরে যদি শিববাবার ছবি রেখে দাও তাহলে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণে আসবে । আগে তোমরা হনুমানকে , কৃষ্ণকে , রামকে স্মরণ করতে । এখন শিববাবা তোমাদের সামনে এসে বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো । ত্রিমূর্তির চিত্র খুবই সুন্দর, এই ছবি সর্বদা পকেটে রেখে দাও । থেকে থেকে দেখতে থাকো তাহলেই স্মরণ থাকবে । ব্রহ্মাবাবাও তো ভক্ত ছিলেন , তিনিও লক্ষ্মী – নারায়ণের ছবি পকেটে রাখতেন । গদির নিচে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন , কিন্তু তাতে কিছুই পান নি । এখন বাবার থেকে অনেক প্রাপ্তি হচ্ছে তাই তাঁকেই স্মরণ করতে হবে কিন্তু এই বিষয়ে মায়া তোমাদের সামনে এসে বাঁধা দেয় । জ্ঞানের কথা তো তোমরা অনেকেই শোনো এবং শোনাও , এই বিষয়ে তোমরা খুবই তীক্ষ্ণ , এমনও তোমরা বলো না যে তোমরা 84 জন্মের চক্রকে ভুলে গেছো । আবার এমনও নয় যে এখানে যারা থাকে তারা বাবাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে পারে । এখানে থাকা স্বত্তেও অনেকে ব্যর্থ কথাকে স্মরণ করে । যেই বাবার থেকে আমরা সুন্দর হতে এসেছি তাঁকেই সঠিকভাবে জানি না । মায়ার ছায়া অনেক বড় । মূল কথাই হলো বাবাকে স্মরণ । বাবা জানেন যে অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও বাবার স্মরণে থাকে না । যোগে থাকার অভ্যাস করলেই দেহ – অভিমান কম হবে আর খুব মিষ্টি হতে পারবে । দেহ – অভিমান থাকলে মিষ্টি হতে পারবে না , পতিত হতে থাকবে । বাবা কিন্তু সবার জন্য বলেন না । কোনো কোনো বাচ্চা সুপুত্র হয় , সুপুত্র তাকে বলা হয় যে যোগে থাকতে পারে । তার দ্বারা কোনো ভুল কাজ হবে না । মিত্র – সম্বন্ধী সকলকেই তারা ভুলতে পারবে । তারা ভাববে যে আমরা অশরীরী এসেছিলাম , আবার অশরীরী হয়েই ঘরে যেতে হবে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন মিলেছে , যার দ্বারা তোমরা নিজের ঘরকেও জানতে পেরেছো, আর রাজধানীকেও জানতে পেরেছো । তোমরা এই কথাও জানো যে শিববাবা কোনো কালো লিঙ্গ নয় যেমন ভাবে দেখানো হয় , তিনি আসলে একটি ছোটো বিন্দুর মতো । এই কথাও আমরা জানি । এখন আমরা ঘরে ফিরে যাবো , যেখানে আমরা অশরীরী অবস্থায় থাকি । এখন আমাদের অশরীরী হতে হবে । এখন আমাদের নিজেদের আত্মা মনে করে পতিত – পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই কথাও তোমাদের বোঝানো হয় যে আত্মা হলো অবিনাশী । তাতে 84 জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে , আর এর কোনো অন্ত হয় না । কিছু সময়ের জন্য মুক্তিধামে গিয়ে আবার অভিনয় করার জন্য এখানে আসতে হবে । তোমরা অলরাউন্ড এই অভিনয় করো, এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে । এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবো । এই দুনিয়ার কাজ – কারবারকে স্মরণ করলে চলবে না । এখানে তোমরা সম্পূর্ণ সঙ্গমযুগে রয়েছো ।

এখন তোমরা এই জীবন তরণীতে বসে আছো । কেউ কেউ মাঝপথে নেমে যায় , তার ফলে এই লৌকিক দুনিয়ায় ফেঁসে তাদের জীবন মৃত্যুতুল্য হয় । এই বিষয়ে শাস্ত্রে একটা গল্প আছে । এখন তোমরা জানো যে তোমরা এই ভবসাগর পার হতে চলেছো যার কান্ডারী হলেন শিববাবা । কৃষ্ণকে কিন্তু কান্ডারী বা বাগানের মালী বলা যাবে না । কথাই আছে শিব ভগবানউবাচঃ । শিববাবা হলেন পতিত - পাবন । কৃষ্ণের দিকে বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয় । মানুষের বুদ্ধি তো বিভ্রান্ত হয়ে যায় , বাবা এসে এই বিভ্রান্তির থেকে ছাড়ান । বাবা কেবল বলেন , নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো , তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । এই কথা তোমাদের ভোলা উচিত নয় । এখান থেকে তোমরা অনেক রিফ্রেশ হয়ে যাও । তোমরা তোমাদের অনুভবও শোনাও , বলো , বাবা আমরা যখন এখান থেকে যাই তখন আবার যেমন আগের মত ছিলাম তেমন হয়ে যাই । মিত্র , সম্বন্ধীদের মুখ যখন দেখি তখন আবার প্রলুব্ধ হয়ে যাই । তোমরা বাচ্চারা হলে প্রেমী , কাজ কর্ম করতে করতে তোমরা যদি তোমাদের প্রিয়তমকে স্মরণ করো তাহলেই উঁচু পদ পেতে পারবে । আর এখন যদি পুরুষার্থ না করো তাহলে একটা মুকুটও পাবে না । এখানে যখন বাচ্চারা আসে তখন সময় নষ্ট করা উচিত নয় । এখানে তো আর কিছু নেই । কেবল দিলওয়ারা মন্দির যা তোমাদের স্মরণে তৈরী, তা তোমরা দেখতে পারো । ওপরে বৈকুন্ঠ রয়েছে । তোমাদের ঝাড়ও পরিষ্কার । নীচে তোমরা রাজযোগে বসে আছো আর ওপরে তোমাদের রাজত্ব । একেবারে যেন দিলওয়ারা মন্দিরের মতো । তোমরা জানো যে , শিববাবা আমাদের নতুন করে জ্ঞান দান করে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন । এই কলিযুগের বিনাশ হয়ে যাবে । এই আদিদেব বা আদি নাথ কে ? তোমরা সকলের কাজ বা পেশাকে তো জানো । এই সময়ের চর্চা ভক্তি মার্গে করা হয় । বিভিন্ন উত্সব , ব্রত সবই এই সময়ের উপর করা হয়েছে । সত্যিকারের ব্রত হল "মনমনাভব ।" বাকি নির্জলা থাকা , খাবার না খাওয়া এইসব কোনো ব্রত নয় । এই সময় এই দুনিয়ায় মায়ার চাপ অনেক আছে । প্রথমের দিকে এই বিজলী , গ্যাস ইত্যাদি ছিলো না , পরে এগুলো বেরিয়েছে । এগুলো বেরিয়েছে মাত্র ১০০ বছর হয়েছে কিন্তু মানুষ এগুলোর মধ্যেই আটকে মরেছে । তারা বলে যে আমাদের জন্য স্বর্গ এখানেই । মায়ার জোর এতো বেশী যে বাবাকেই স্মরণ করতে ভুলে যায় , তারা .বলে যে তোমরা এসে দেখে যাও - আমরা কেমন স্বর্গে বসে আছি । এখন আসল স্বর্গের আগে তো এগুলো কিছুই নয় । কোথায় স্বর্গ আর কোথায় এই নরক । স্বর্গের একটাও জিনিস এখানে থাকে না । সেখানে সমস্ত জিনিসই সতোপ্রধান হবে । গাই তো সেখানে এক নম্বর হবে । তোমরা যখন এক নম্বর হও তখন তোমাদের আসবাব , খাবার - দাবার ইত্যাদিও একনম্বর হয় ।তোমরা তো সুক্ষ্মবতনে ফল ইত্যাদি দেখে আসো । এর নামই হলো সুবিরস (আমের জুস) । দুনিয়ার মানুষরা এও জানে না যে স্বর্গ কোথায় ? ওখানে সবকিছুই সতোপ্রধান । এই ধুলো মাটি ওখানে থাকবে না । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । কিন্তু বাচ্চাদের এই নেশা সম্পূর্ণ লাগে না যে , বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এই পড়া পড়াচ্ছেন । ছবি কত পরিষ্কার । এই ছবি বানাতে তো সময় লাগে । বাবা সমস্তকিছুই সেবা কাজের জন্য বানাচ্ছেন । কিন্তু কেউ কেউ তো নিজের কাজ - কারবারে এতো ব্যস্ত থাকে যে বাবাকে স্মরণই করে না । প্রদর্শনীর ছবি নিয়ে ম্যাগাজিনও তৈরী হয় , তাও তোমাদের পড়া চাই । যারা রোজ গীতা পাঠ করে তারা যেখানেই যাক অবশ্যই গীতা পাঠ করে । এখন তোমরা সত্যিকারের গীতা ছবি সমেত পেয়েছো । এখন তাই খুব ভালো করে এই বিষয়ে পরিশ্রম করা চাই । নাহলে তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে না । তারপর যখন সাক্ষাত্কার হবে তখন হায় হায় করতে হবে । পরীক্ষা শেষ হলেই অন্য ক্লাসে নম্বরের ক্রমানুসারেই ছাত্ররা বসে । এখানেও তোমাদের যখন সাক্ষাত্কার হবে তখন নম্বর হিসাবেই তোমরা প্রথমে রুদ্রমালা তারপর বিজয়মালাতে যাবে । স্কুলে

যদি কোনো বাচ্চারা পাশ করতে না পারে তাহলে কতো দুঃখ পায় । আর এ হলো তোমাদের কল্প কল্পানতরের বাজী ।

কোনো কোনো বাচ্চারা সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন পরে না । বাচ্চাদের এই ম্যাগজিন পড়েই সার্ভিস করতে হবে। বাচ্চারা লেখে যে বাবা , অমুককে বদল করে দাও । ভালো ব্রাহ্মণী পাঠিয়ে দাও । কোনো কোনো ব্রাহ্মণীর সাথে এতো ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায় যে তার যদি বদল হয় তাহলে কোনো কোনো বাচ্চারা এতোটাই ভেঙ্গে পরে যে সেন্টারে যাওয়াই বন্ধ করে দেয় । কোনো ভুল কাজ যদি হয়ে যায় তাহলে শীঘ্রই বাবাকে লিখে জানানো উচিত তাহলে পাপের সাজা কম হবে । না হলে পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবা শুধরানোর জন্য বলেন কিন্তু কেউ কেউ তো শুধরাতেই চায় না তাই পাপ কাজ করাও ছাড়ে না । ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে বাবাকে সত্যিকারের খবর দেয় না । বাবার কাছে যদি খবর আসে তাহলে বাবা তাকে শুধরানোর চেষ্টা করবেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অশরীরী হওয়ার সম্পূর্ণ অভ্যাস করতে হবে । কোনো উল্টো কথা বলবে না । তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে । কোনো কথায় বিগড়ে গেলে চলবে না ।

২) মুরলীকে বার বার মনে করতে হবে । যা শুনছো তার উপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে" মনমনাভব " এই ব্রত রাখতে হবে ।

বরদান :- নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে প্রতিটা কর্ম যথার্থ বিধিতে করে সম্পূর্ণ সিদ্ধিস্বরূপ হও ।

এই সময় তোমাদের সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতিটা শ্রেষ্ঠ কর্ম সারা কল্পের জন্য নিয়ম হয়ে যায় । সুতরাং নিজেকে এই নিয়মের রচয়িতা মনে করে প্রতিটা কর্ম করো , তাহলে অমনোযোগীতা তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে । সঙ্গমযুগে আমরাই হলাম নিয়মের রচয়িতা এবং দায়িত্বশীল আত্মা – এই নিশ্চয়তার সঙ্গে সমস্ত কর্ম করলে , সেই যথার্থবিধিতে করা সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে ।

স্লোগান :- সর্বশক্তিমান বাবা সঙ্গে থাকলে মায়া কাগুজে বাঘ হয়ে যাবে ।